KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫ নবীন সরকার লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : হীরেন্দ্রনাথ মোদক
Title উন্মোচন	Size 5"×8" 12.70×20.32 c.m.
Vol. & Number : ১/৩ ১/৪ ১/৫	Year of Publication ফাল্গুন, ১৩৮১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ আষাঢ়, ১৩৮২
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : হীরেন্দ্রনাথ মোদক	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আষাঢ় ১৩৪২ | উন্মোচন | প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

ডায়েরীর পাতা

—শ্রীবিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৩. ৬. ২৯.

—একমাস পরে আজ আবার কলকেতায় ফিরেছি। এই একমাস দেশে কাটিয়েছি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন একসঙ্গে কখনো দেশে থাকিনি। এই একমাস আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব আনন্দের অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেছেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি। সে রকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালোজল নদীতীর না হ'লে মনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কেমন ক'রে হবে? সহরের কর্ম্মকোলাহলে ও লোকের ভীড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন কাটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে' দু'ধারের মজা গাঙ্ ও বাঁওড়, এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘন সবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাবলা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে—'বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এ সবের মধ্যে যখন প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হ'ত আর সহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই; জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জ্জনে নয়, স্তুতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়,—সে সার্থকতা শুধু

ডায়েরীর পাতা থেকে

আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করায়। সে কথা বুঝেছিলাম সেদিন। তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতিপথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব্ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাস না ক'রেই কুঠীর মাঠের অন্ধকার—ঘন, নির্জ্জন ও শ্বাপদ-সঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ী ফিরলাম। আর নদীর ধারে বসে অপূর্ব্ব আকাশের রং লক্ষ্য ক'রে তার পরের দিনটিও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম। এরকম এক একটা সময় আসে যখন বিদ্যুৎ-চমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একেবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা-জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্ত্তেই জানতে পারা যায়! শুধু সৌন্দর্য্যই এই বিদ্যুৎ আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না। কাণকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কাণের মত সৌন্দর্য্যের চোখ ব'লে একটা জিনিষের অস্তিত্ব আছে। শিমুল গাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই, রক্তমেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্ব্বত শিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে,—তার ওপারে যেন জীবনপারের বেলাভূমি অস্পষ্ট আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একটু একটু চোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ীর পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে, বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনা, আশা, সুখ দুঃখের স্মৃতি মনে জেগে উঠতো। এই সব বনের প্রতি গাছ পালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখ দুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর একশত বৎসর পরে তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠ তার জেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের হাতে ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দ-কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান কর্ত্তে নেমে নতুন ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এই সব কথা বেশী ক'রে মনে জাগছিল। গোপাল নগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটির কথা মনে পড়লো, যে আজ পঁচিশ বছর আগে, কৃষ্ণ ঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

শ্রীবিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়

সে সব কথা থাক্। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব্ব এই সৃষ্টির আনন্দ, নির্জ্জনে ব'সে ভেবে দেখো, মানুষ হ'য়ে উঠবে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লাগলো যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতার বাওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। কি তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি! কি আকাশের নীল রং! ইছামতীর কি কালো জল! নৌকাতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জ্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্র-বিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত!

এই আনন্দের দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই—তাই লিখে রেখেছিলুম। অনেক কাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এই সব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে—তাই।

কলিকাতা, ৭. ৫. ৩২. শনিবার।

—'কন্‌ভেন্ট' রোডটা অন্ধকার, এখানে ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ। আজ আকাশ—বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা।

একটা কথা মনে হচ্ছে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলুম, তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার, বিহার অর্থোপার্জ্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে, তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত। Loyalty কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে ভাবে দুর্ব্বলতা। এ সব লোকের নির্ব্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করিতে পারিনে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক্। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলুম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসে মোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমুলবন, পাখীর ডাক, নীল পর্ব্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ, এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্র দল, এই বিরাট জাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থান পতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্ত্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা, জানা অজানা জাগতিক শক্তি, X'ray, বিদ্যুৎ, Invisible rays, Highly penetrating radiation,—এই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন, এই রহস্যে স্পন্দমান অসীম অদ্ভুত জীবন রহস্য, এই সৌন্দর্য্য, এই বিরাটতা, এই কল্পনার মহনীয়তা, এ সবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু

মহিষের মত ঘাস দানা পেলেই সন্তুষ্ট থেকে যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রৈল, সে হতভাগ্য দল শাশ্বত ভিখারী, তাদের দৈন্য কে দূর কর্তে পারবে ?

মানুষের মন যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিত ক'রে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান, বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত ক'রে তুলতে পারবে, সে শুধু নিজের উপকার করবেনা, নিজের মধ্যে দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকার জাল ও জড়তাকে—প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে অপসারিত ক'রে দিয়ে যাবে। সেই সত্য সত্য নিত্যকালের মশালচী।

বেঁকী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ষা শরৎ গিয়া শীত পড়িয়াছে, বোল্‌তা ভীমরুল এখন আর দেখা যায় না।—যুধিষ্ঠিরের দোকানেও বিরল।

গোলোক এখন নির্ভয়ে বিচরণ করে।

গাঁয়ে সেদিন একদল সাঁওতাল আসিয়াছিল কাঠ-বিড়ালী শীকার করিতে। তীর ধনুকের লক্ষ্য তাহাদের অব্যর্থ। ছেলের পাল্‌ত' কিছুতেই তাহাদের পিছু ছাড়িলনা। মাথায় বাব্‌রি চুল, গলায় লালকাঁটির মালা, দুর্ব্বোধ্য তাহাদের ভাষা,—সবই ছেলেদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

বন্দুক ভাল কি তীর-ধনুক ভাল এই লইয়া পঞ্চু ও যষ্ঠীর মধ্যে ত' রীতিমত ঝগড়াই বাধিয়া গেল।

পঞ্চু বলিল, রেখে দে তোর বন্দুক! সেই যে সেই ইষ্টিশানের সাহেবটা এলো—দুড়ুম্ দুড়ুম্ আওয়াজে ত' কানে তালা লাগিলে দিলে,—মরলো একটা পাখী ?—আর ওই দেখ—!"

সত্যই তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তেঁতুল গাছের বহু উচ্চ একটি ডাল হইতে সাঁওতালের অব্যর্থ 'হাবটে'র ঘা খাইয়া সংজ্ঞাহীন একটি কাঠ-বিড়ালী তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িল।

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে আর কোনও যুক্তি না পাইয়া যষ্ঠী বলিল, "বাঃ! সেদিন যে বৃষ্টি হচ্ছিল! ভিজে বন্দুকের গুলি কি ঠিক ছোটে নাকি ?"

গোলোক কিন্তু ততক্ষণে নতুন পুকুরের পাড়ে আর একজন সাঁওতালকে কাঠবিড়ালী দেখাইতে গিয়া রীতিমত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।

'আচ্ছা তোমাদের ওই 'কাঁড়ে' বিষ থাকে, না ?'

সাঁওতাল তখন একটা কাঠ-বিড়ালীকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ধনুক তুলিয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া কি যে সে জবাব দিল বোঝা গেল না।

গোলোক এবার সোজাসুজী ইচ্ছাটা তাহার প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সাঁওতালের হাত ধরিয়া মাথাটা নামাইয়া তাহার কানে কানে চুপি চুপি বলিল, "হাঁস নেবে একটা, হাঁস ? বড় হাঁস—এম্‌নি।

বলিয়া সে হাত দিয়া হাঁসের যে আকার দেখাইল তাহা একটি বাছুরের চেয়ে বরং কিছু বড়ই হইবে।

সাঁওতাল তাহার সম্মতি অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বেই গোলোক তাহার এই অযাচিত দানশীলতার হেতুটুকুও জানাইয়া দিল।

"কিন্তু তোমাদের ওই বিষ-কাঁড় আমায় দিতে হবে—একটি।"

বিষ-কাঁড় তাহার সত্যই ছিল না। থাকিলেও সে তাহা দিতে পারিত কিনা সন্দেহ, কারণ গোলোকের কথা সে একবর্ণও বোঝে নাই।

বিষ-কাঁড় সংগ্রহ করিতে না পারিলেও তীর-ধনুকের কথাটা সে যে ভোলে নাই তাহার প্রমাণ দিনকয়েক পরেই পাওয়া গেল।

শীতের সকালে দোলাইমুড়ি দিয়া দূরের বনে ছেলেরা বন-কুল তুলিতে যাইতেছিল। গ্রাম হইতে বাহির হইবামাত্র নগর সেদিন হঠাৎ তাহার পিঠের উপর কিসের একটা খোঁচা-খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

শরের কাঠির ডগায় বাব্‌লা-কাঁটার তীর তাহার দোলাই ভেদ করিয়া পিঠের চাম্‌ড়ায় গিয়া বিঁধিয়াছে।

যন্ত্রণা সেটা টানিয়া তুলিল বটে, কিন্তু কাঁটা বুঝি ভিতরে খানিকটা রহিয়াই গেল। রক্ত বাহির হইল না, শুধু জ্বালা করিতে লাগিল।

তীর তাহাকে কে মারিল এবং কোথা হইতে মারিল কেহই তাহা ঠাহর করিতে পারিল না।

তবে গোলোক সেদিন তাহাদের সঙ্গে যায় নাই।

এবং পঙ্কু বলিল, 'এ তারই কাজ।'

তীরটা গোলোকই মারিয়াছিল সত্য, তবে লক্ষ্য যে তাহার এমন অব্যর্থ হইবে তাহা সে নিজেও জানিত না। ছেলের দলের ভিতর নগরকে লক্ষ্য করিয়া আন্দাজি সে তীরটা ছুঁড়িয়া দিয়াছিল মাত্র।

বাব্‌লা-কাঁটার ঘা লইয়া নগরকে ভুগিতে হইয়াছিল অনেক দিন। এমন কি বিধবা মাকে তাহার জামজুড়ি হইতে মজিনপুরের রেল-হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া দিনকতক ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল।

নূতন খেজুর গুড়ের লবাত্ উঠিয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের দোকানে ভিড় এ সময় খুব বেশি। ছেলেদের ত' সেখান হইতে নড়ানো যায় না।

নগর তখন সারিয়া উঠিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের দোকানের পাশেই পলাতক গোলোককে সে একদিন ধরিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা বাদ তাহাকে কিছু করিতে হইল না। 'লবাত্' সমেত হাতখানা তাহার চাপিয়া ধরিতেই গোলক কাঁদিয়া একাকার করিয়া একেবারে তাহার পায়ে ধরিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ফেলিল।

এবং নিজের নাক-কান নিজেই মলিয়া ইহাও সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল যে নগরের শত্রুতা জীবনে আর কখনও করিবে না।

কিন্তু বিড়ালের আড়াই পা।.....

পৌষের বিশ্-তারিখ পার হইয়াছে। গাঁয়ে তখন 'পোষালো'র ধুম।

জামজুড়ি হইতে দেখা যায়, দূরে নাক্‌ড়াকোন্দার সুবৃহৎ বনের যেখানে সেখানে ধোঁয়া উঠিতেছে।

উনানের দরকার নাই, কাঠেরও না,—গাছের তলায় একটুখানি গর্ত্ত খুঁড়িয়া শুক্‌নো শালপাতায় আগুন ধরাইয়া হাঁড়ি চাপাইয়া দিলেই হইল।

ঘরে আর কেহ থাইতে চায় না। সবাই এই বন-ভোজনে মাতিয়াছে।

চাল-ডাল তরি-তরকারি জোগাড় হইয়াছিল প্রচুর। অদূরে বাসুনদের ছেলেরা দল বাঁধিয়া জড়ো হইয়াছে। কথায় গল্পে হাসিতে হল্লায় নিস্তব্ধ বন আজ মুখরিত।

রান্না শেষ হইতে দুপুর গড়াইয়া গেল।

গাছের তলায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া পাতা পাতিয়া সারি সারি সকলে খাইতে বসিয়াছে। অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া দিয়া গোলোক নিজেও একটা পাতা পাতিয়া বসিল।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তরকারি মুখে দিয়া নগর ত' একেবারে অস্থির! জল! জল! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাটির কলসী ভরিয়া তিন কলসী জল আনা হইয়াছিল, কাছে গিয়া বাঁহাত দিয়া নাড়িয়া দেখে, কোনটাতেই এক ফোঁটা জল নাই।

ব্যাপার কি!

নগরের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। বলিল, 'বিষ!"

অন্যান্য সকলে তখন পরমানন্দে ভোজন করিতেছে।

দক্ষিণা বলিল, 'লঙ্কা চিবিয়েছিস হয়ত।'

'তা হবে।'

বলিয়া সে নিজের তরকারিটা বেশ করিয়া ঘাটিয়া দেখিল, কাঁচা লঙ্কার বীচিতে একেবারে মাখামাখি।

কিন্তু একমাত্র তাহারই পাতে এত লঙ্কা আসিল কোথা হইতে?

ধরা হয়ত গোলোক পড়িত না, কিন্তু নির্ব্বিকার হইয়া থাকিবার অভিনয়টা তাহার একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। সকলেই যখন এই লইয়া হৈ-চৈ করিতেছে, গোলোক তখন সকলের অসাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনেই কাঁচা একটা লঙ্কা কোথা হইতে বাহির করিয়া নিজের তরকারিতে মাখাইয়া লইতেছিল। পাশে বসিয়াছিল ক্ষুদিরাম। খপ্ করিয়া হাতটা তাহার ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'লঙ্কা তুই পেলি কোথা রে গোলক?

থতমত খাইয়া গোলোক কিযেন একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাঁ পাশের বিষ্টু হাত বাড়াইয়া গোলকের ট্যাক হইতে অনেকগুলা লঙ্কা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

তাহার পর নগরের সেদিন আর খাওয়া হইল না বটে, কিন্তু তাহার এঁটো হাতের গুটকয়েক্ চড় খাইয়া গোলোকেরও খাওয়ার উৎসাহ সে দিনের মত উবিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আষাঢ় প্রভাতে চয়নিকা পড়ি—

—শ্রীবগলা ভট্টাচার্য্য

নব বরষার নিকষ-কৃষ্ণ মেঘ গুরু গুরু মন্দ্রে,
চির সুন্দর প্রাবৃট্-দেবতা আজি পৃথিবীরে বন্দে।
নেমে এল দয়া এল প্রেম—
দীন দারিদ্র্যে এল হেম—
দাহন-দীর্ণ রুক্ষতা মাঝে এল নেমে নব শান্তি,
স্বেদ-নিষিক্ত জীবন যাপনে দূর-অপগত ক্লান্তি।
সুদূর মাঠের তালীবন'— পরে
ব্যাকুল বাদল অবিরাম ঝরে
পূর্ণ ধরণীতল,—
ঝিল্লী মুখর আঁধার রজনী—বরষণ বিহ্বল॥

কোথা মেঘদূত, কোথা কালিদাস,
কোথা মালবিকা মাখে যূথীবাস—
উজ্জয়িনীর নির্ব্বাণ-দীপ নিঃঝুম পথ বাহি—
চলেনাতো আর প্রোষিতভর্ত্তা শঙ্কিত চোখে চাহি!
কোথায় শিপ্রা বাজায় নূপুর উপলাকীর্ণ জলে
যক্ষ কোথায় প্রিয়াহারা কাঁদে রামগিরি সানুতলে।
নব-পুষ্পিত নীপ শাখে আর নব যৌবনা নারী—
ঝুলন দোলায় দোলেনাত হায়, যুব জন-মন-হারী!
বৃন্দাবনের কুঞ্জ-বিতানে
ডাকেনা রাধারে শয়ন শিথানে
গোপীমনচোর বাজায়ে বাঁশরী সঙ্কেতময় সুরে—
অভিসার লাগি কাঁদেনা গোপিনী—দূর বৃকভানুপুরে॥

আষাঢ় প্রভাতে চয়নিকা পড়ি

আমি বসে আছি মোর বাতায়নে নগরের নাগপাশে,
সম্মুখ পথে ট্রাম ও বাসের ঘর্ঘর কানে আসে।
মেঘে-পুঞ্জিত আষাঢ় গগনে চিমনী তুলেছে মাথা
সিক্ত কাকের কণ্ঠে বাজিছে বরষা কাজরী গাথা
রবি ঠাকুরের চয়নিকাখানা খুলে—
সান্ত্বনা বাণী খুঁজিয়া বেড়াই তেলেভাজা মুখে তুলে॥

পথহারা

—শ্রীমৃণাল দেবী

অনেক দুঃখ পেয়েছি জীবনে
সয়েছি অনেক ব্যথা,
প্রাণের পরতে পরতে জমেছে
অনেক না-বলা কথা ;

আজ মনে হয় অস্ত-রবির
আলোকের পানে চেয়ে,
কোন্ দুরাশায় চলেছি কোথায়
জীবন তরণী বেয়ে ?

এমনি সন্ধ্যা ঘনায়ে যখন
আসিবে প্রাণের তীরে,
নিবিড় আঁধার নামিবে আমার
জীবন খানিরে ঘিরে ,

আমার তরণী তিমির গহনে
হারাবে কূলের রেখা,
তমসাবৃত হৃদয় গগনে
তখনও রবে কি লেখা—

চির-ঈপ্সিত মূরতি তোমার
জীবনের ধ্রুবতারা ?
বলো বলো প্রিয় কাতরে শুধাই
আজ আমি পথহারা।

একটা Public লাইব্রেরী

শ্রীভুপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বইগুলো এমনি সাজানো থাকে ধাপে ধাপে।—

ওদের ক্রম আছে, কিন্তু সংক্রামন নেই। ক্রমটা একেবারে বাস্তব—ওটা সুবিধাবাদী। সংক্রামন নেই বলি তার কারণ,—যখন "শেষসপ্তকের" পাশে থাকে "দেবীগড় ষড়যন্ত্র," ওদের ভেতর দেখা যায় না কোনো মহামারী। স্বাতন্ত্র্য ওদের তেমনি বজায় থাকে—যেমন থাকে আসল কবি আর আসল ডিটেকটিভের মধ্যে।

রবিঠাকুর রাগ করতে পারেন নানা কারণে;—কিন্তু ও রিপুটা এত বিশ্বজনীন যে democracyর যুগে ওটার নাম না করলেও চলে। হোয়েছেও তাই। দলাদলির সংঘর্ষে শালীনতার কোমল অংশটুকু দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। সার্ব্বজনীনতার মজা-ই এই।

একটা যায়গা—যেখানে হিন্দু. বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলের অধিষ্ঠান—সেটা যে নানা জাতের লোককে আকর্ষণ করবে—তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। সকাল-সন্ধ্যা চলছে তাদের আনাগোনা জীবিত ও মৃতের এক মহামিলনক্ষেত্রে। নিদ্রিত Goetheর পাশে জাগ্রত Wassermann, স্বপ্নলোকের Dante র পাশে মাটির Pirandello; রায়-বাঘ Johnsonএর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মুচ্‌কে হাসে D. H. Lawrence, স্বামী বিবেকানন্দের বইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে "Companionate Marriage। এ এক মহা মজার ব্যাপার। Soviet তন্ত্রের miniature সংস্করণ আর কি?

এতগুলো বিবাদীস্বরকে একত্র বেঁধে দেওয়া সহজ কথা নয়। এটা কেবলই একটা cosmic সংযোগ। এ নয় symphony, harmonyও ঠিক নয়, concord তো নয়ই। তবু এতগুলো heterogenous ব্যাপারের সমন্বয়ে এমন একটা অভাবনীয় সুর পাওয়া যায়—যেটাকে আরো বড়ো ক'রে দেখে সঠিক উপলব্ধি করবার জন্য কত লোক গেছে ক্ষেপে। এই পাগলামির যথার্থ কোনো মীমাংসা নেই। কিন্তু ওর একটা সুন্দর নির্ম্মলতা আছে—আছে একটা আরামপ্রদ কবোষ্ণতা। বিকেল বেলা জানালার ফাঁক দিয়ে এক ফালি স্বর্ণাভ সূর্য্যের আলো কাঁচের ওপরে এসে পড়ে। Johnson আর Lawrence দুজনই সেটাকে ভাগ করে নেয়। এই ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব চল্‌তে পারে কিন্তু সূর্য্যের আলোটার ভেতর কোনো আবিলতা নেই, ওটা যেমন স্বচ্ছ তেমনি সত্য। সূর্য্যের আলোটার মতো ঐ পাগলামিটারও কোন আবিলতা নেই। নিজের কাছে সেটাও এত সত্য।

চার-পাশের বইয়ের rack গুলোর মাঝখানে খানিকটা যায়গা জুড়ে রয়েছে খানকতক চেয়ার একটা নাতিদীর্ঘ টেবিলকে কেন্দ্র ক'রে। ওটা সাধারণের। আসনগুলো অসাধারণ, কারণ নির্ব্বিবাদে non-violent attitude নিয়ে ওদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করাটা জন-সাধারণ এখনও কঠিন ব্যাপার ব'লে মনে করেনি। জীবজগতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণীর মধ্যে এ সহযোগ প্রাণস্পর্শী! আসনগুলো সম্বন্ধে বলবার কথা আছে অনেক—ওরা অবর্ণনীয় নয়। স্থানোপযোগী দ্রব্যের মূল্য ভারতবর্ষ আজও যেন ঠিক মতো ধরতে পারেনি;—তারই পরিচয় দেয় ওরা। অন্ততঃ অন্যদেশের তুলনায় এ বক্তব্যের উপলব্ধি হবে!

টেবিলটার উপর ছড়ান থাকে—ষোলো-পেজি, চোদ্দ-পেজি কিংবা তারও বেশী ছাপা ইংরিজি ও বাংলা সচিত্র. বিচিত্র অথবা অনচিত্র কাগজ। ওগুলোর সার্থকতা অনেক। জটলা করে সকালসন্ধ্যা এক আনার রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো এবং তাই নিয়ে পাণ্ডিত্য বেশ সম্ভব হয় ওদের দৌলতে। তা'ছাড়া S cial Science এর যে বিভাগে Consumer's surplus ব'লে একটা phrase আছে—সেটার যথাযথ প্রমাণ নাকি দিতে পারে ওরাই। 'পোলিটিকাল তর্ক' করাটা এই শতাব্দীর রেওয়াজ। তবে এ তর্ক নতুন নয়। State পদার্থটা যখন নজরে এলো তখন থেকেই এ জিনিষের আমদানী। অবশ্য এ বিতর্কের মূল এখন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে অপর বিষয়ের অঙ্কশায়ী হোয়েছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের প্রথমটা সেই যুগে যেমনি সচল ছিল, এ যুগে সেটা হোয়েছে তেমনি অচল। এখন দ্বিতীয়ের রাজত্ব। পুত্রবর্গের মধ্যে মেঝটির যেমন দাপট বেশী, এই বর্গের মেঝটিরও তেমনি অশেষ গুণ! (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা মুলতুবী রেখে যদি 'অর্থ' শব্দের প্রয়োগ হয়)। পৃথিবীর কোনো কোনো দিকে এমন সব চিহ্ন লক্ষিত হচ্ছে যে, মনে হয় আমরা আমাদের যুগেই হয়তো তৃতীয়ের Coronation দেখে যেতে পারবো। চতুর্থের লক্ষণ যে কি হবে তা' এখন বলা শক্ত!

মানুষের নীতিজ্ঞানটা যদি একটু অন্যধরণের হয় অর্থাৎ যদি দুর্নীতির পর্য্যায়ে পড়ে তবে সেটার শোধনের জন্য অনেকখানি সাধনা ও সময়ের মজুত থাকা চাই। Democratic এই ছোট রাজ্যটার ভেতর উপরিওয়ালারাই বেশীর ভাগ সময়ে সাধনা ও সহগুণ শিক্ষা করেন। যদিও দোষটা তাঁদের নয়। মাসিক পত্রিকাগুলোর অঙ্গহানি হয় যে রিপুর আতিশয্যে তা'কে জোর ক'রে তাড়াতে গেলে legal objection আস্‌তে পারে এ যুগে। অতএব কচিছেলের গালের উপর ধারালো ক্ষুর চালানোর মতো মাসিকপত্রের সুন্দর চিত্র-গুলো কাঁচি চালিয়ে অপহরণ করবার ন্যায় brutal কাজ অসহায়ভাবেই সহ্য করতে হবে।

একটা Public লাইব্রেরী

এই একটা সাধারণ রাজ্যকে আলাদা ক'রে রেখেছে একটা কাঠের বেড়া অথবা railing। সাধারণ ইংরাজীতে ওটাকে বলে "Counter"। এই কথাটার প্রতিশব্দ বোধ হয় বাঙলায় নেই, প্রয়োজনও হয় না তার; ইংরাজীর চালুনিতে প'ড়ে অনেক বাঙলা শব্দ ফুৎকারে উড়ে গেছে। Seiving জিনিষটার এমনি মাদকতা, তা'ছাড়া Philology'র theory of linguistic miscegenetion তো আছেই দোহাই পাড়বার। ঘরটাকে (ওরফে রাজ্যটাকে) ভাগ করলে যে দিকটা হয় বিপরীত সেটাতে বসে আফিল। এই আফিসের বড়ো আদর, বড়ো গৌরব! এই দিকের আবহাওয়াটা "Hall of the Mappa Mundi"র মতো না হ'লেও ওটাকে নির্ম্মাণ ক'রে যে টেবিল খানা রয়েছে—তার সামনের চেয়ারটিতে বসে অনেককেই "Palazzo di Venezia"র বড়ো বক্তা-কর্ত্তাটির মতোই ভাব প্রকাশ করতে দেখা বিচিত্র হয় না।

এ আফিসের বাবুরা জাগ্রত সময়ের অধিকাংশই monologne এ কাটিয়ে দিতে চান। তাঁদের আফিসের কাজের কি চাপ, কি অশান্তিতে তাঁরা কাটান তাঁদের দিনরাত্রি এ কথা সপ্রমান করবার তাঁদের কি আগ্রহ! কিন্তু যে শক্তিতে তাঁরা আজও চাপা পড়েননি এবং অশান্তিকর আবহাওয়াটার মোহও অজানিতে ত্যাগ করতে পারছেননা তার মূলে আছে আত্মপ্রসাদ। আফিসের দুর্গম কাজের গুহায় তাঁদের অবলীলাক্রমে গমনাগমনের দুর্জ্জয় সাহস। ওটার কারণ, বড়ো সাহেবের মনস্তুষ্টি, পরোক্ষে মানবৃদ্ধি।

দেওয়া-দেওয়া বিভাগের কাজটা একরকম prostitution। এত লোকের মন যোগাতে হয় সেখানে। Assembly তে motion আসুক এ সম্বন্ধে। সপক্ষ বিপক্ষের পক্ষচ্ছেদন হোক্। কিন্তু যদি পণ্ডিতের মত নিতে হয় আসল prostitution এর কারণ নির্দ্ধারণের তবে Codification হবে হাস্যাস্পদ। মাপ ক'রে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবার মতো হাস্যাস্পদ। এ ব্যাপারটা যতটা political নয় তার চেয়ে বেশী ethical, hygienic, এবং psychological। Statecraftএর মারফৎ আমরা পেয়েছি The Great War, তার ফলে বেড়েছে ডাক্তারী উপকরণ। Politics এর যদি কিছু করবার থাকে তবে সে দেখুক prevention of war, সে ঠিক রাখুক Political Economy শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয়টা।

Rack গুলোর ফাঁক দিয়ে দেওয়ালের যে অংশ দেখা যায় তা'তে টাঙানো আছে ছবি। প্রতিষ্ঠানের মূল্য যেখানে বেশী সেখানেই প্রতিষ্ঠাতার আত্মশ্রাদ্ধ হ'য়ে যায়। তা'র উপর যদি অনাদরে টাঙানো থাকে তার ছবি তবে সেটা অবিচারেরই প্রমাণ দেবে।

ভাষণ যা'দের উত্তম তাদের রূপ দিয়ে কোনো প্রয়োজন সাধিত হয় না। গীতকারের

ভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠই দামী, তা'র রূপ নয়। বক্তার বক্তব্যটি সুন্দর, তা'র রূপবিচারের মতো নির্ব্বুদ্ধিতা নেই। ভাষণ লালিত্য যেখানে পরম প্রকাশিত, কণ্ঠরাগিণী যেখানে মূর্ত্ত, সেখানে বাইরের রূপটা একদিকে বাধা, ছন্দোপতন; অন্যদিকে মূর্ত্তিমান অহঙ্কার, চরম ভেদবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" হবে এ উক্তির analogy। কিন্তু অকেজো অনেক বস্তুর প্রতিবাদ নেই; যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বস্তু তার গুণাগুণ বিচার নেই—এই proverb-এর universality একটা law।

Self inflation ব্যাপারটা থেকে বড়ো কেউ একটা বাদ যান না। বিশেষ ক'রে বড়োই যা'রা। এই parade-এর প্রণালী নানারকম। কোনো Irish University'র অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে G. B. S-এর ভাষণ cynic এবং strange হ'লেও ওটা এক প্রকার advertisement। চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে অন্য লোক এক্ষেত্রে লজ্জিত হ'তে পারেন; অবশ্যি, G. B. S-এর কথা আলাদা। অভিনন্দন প্রত্যভিনন্দনের মাঝে যদি কোনো যোগাযাগ থাকে তবে সে স্থানে "অভি"টি "প্রত্যভি"র চেয়েই নন্দিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে "প্রত্যভি"টি "অভি"র প্রতীক্ষা করতে থাকে। Formality'র কড়া পালিশে জীর্ণ হাস্যকর সংস্কার মনে প'ড়লেও চোখে পড়ে না। এ দোষটা মনেরও নয়, চোখেরও নয় বোধ হয়; বুঝি বা এটা যুগের দোষ। তাই, অভিবাদন ও তা'র প্রত্যুত্তরের true copy ঝোলানোর মধ্যে কোনো কিছুই নেই।

শুভকামনার অজুহাতে অনেক অশুভ কীর্ত্তি জগতে সংসাধিত হয়। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, বাঙলা সমাজের কোনো কোনো স্তরে "শুভরাত্রি" সম্বন্ধে কি একটা অপ-প্রবাদ আছে। বাক্যটি বাধ্যতামূলক। কোনো পুস্তকপ্রতিষ্ঠান যদি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে না পারে যে, কোনো শুভাশুভ-কামনার ওজন না ক'রে স্বাধীনভাবে চলবার ক্ষমতা তা'র আছে তবে তা'কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা ভয়ের সঙ্গে মান্‌তে হয় তা'র interested সভ্যবৃন্দকে। কোনো একটা দিক বেছে নেবার শক্তি তা'র নেই ব'লেই মান্‌তে হয়। ব্যাপারটা Moderate জাতীয়। Moderate-এর সত্তা নেই, ওটাতে দুর্ব্বলতা ঢাকবার চেষ্টা। জোর ক'রে কোনো দিকে হেলে পড়বার অতিসাহস ও-জাতটার নেই। Napoleon ব'লে থাক্‌তে পারেন—You scratch a Tarter, you find a Russian, কিন্তু সে নজীরে—You scratch a Moderate, you find an Extremist —বলার কোন স্বার্থকতা নেই। Action দিয়ে যদি বিচার করতে হয় তবে ideas যতোই থাকুক না কেন নীরব হ'য়ে তাদের কোনো মূল্য নেই। কোণঠাসা করলে নির্জ্জীব কুকুরও

একটা Public লাইব্রেরী

ভয়ানক ব'য়ে ওঠে। খোঁচালে Moderate Extremist হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? Principle ভেঙে আবার weakness দেখাতে Moderate-ই পারবে।

ঘরের বাইরে দাওয়ার নীচে সকাল-সন্ধ্যা বেঞ্চি পেতে একটা জটলা বসে। ইংরাজীতে যা'কে বলে gossip। এই gossipএর কোনো সংজ্ঞা নাই। বহুমুখী ওর গতি, কিন্তু গতির uniformity নেই। ওটাই ওর বিশেষত্ব। মানিয়ে নেবার প্রশ্ন উঠলে এই gossip-making কে কোনোক্রমেই আধুনিক metropolitan decency জ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলা চল্‌তে পারে না। যুগোপযোগী হতে গেলে এই সদলে জটলা করবার চিত্রটি কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে মানায় না। কিন্তু সনাতন অথচ universal এর কোনো আস্বাদ পেতে হ'লে এই জটলার নেশা ভাঙা চলবে না। নেশার মতো এই জটলা বা আড্ডা। যা'রা প্রতিদিন করেছে চেষ্টা এই নেশাখোরদের কাছে বক্তৃতা ক'রে দল ভাঙ্‌বার, তা'রাই ক্লান্ত হ'য়ে ধরেছে এই নেশা। বিরাট মানব জাতির যে অবিরাম জীবন-গতি—তা'র উদ্দামতার নেই কোন সংজ্ঞা। এই gossip-makingএর সঙ্গে আদি মানবের wild মনের সহজ সামঞ্জস্য রয়েছে যেন কোথায়। Boar's Inn এর parochial gossip এর যে মন আজকার এই gossip এর কি সেই মন নয়? যে লোকটা অবিরাম জটলা করেছে সেদিনের সেই পুরানো সরাই-এর দাওয়ায় বা কোনো ঘরে—তা'র বেপরোয়া vagabond এবং wild free life-এর সঙ্গে আধুনিক মানব জীবনের উদ্দামতার যোগাযোগ আছে। তাই চারশ' বছর আগেকার লোকটা আর আজকের লোকটা এবং বোধ করি হাজার হাজার বছর আগেকার লোকটাও বলতে পেরেছে—

"Give to me the life I love,
Let the love go by me,
Give the jolly heaven above
And the by-way nigh me.

* * *

"Let the blow fall soon or late,
Let what will be o'er me;
Give the fare of earth around
And the road before me"

ভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Formalityর রশি ক'ষ্‌লে এই আড্ডাবাজি পঙ্গু হ'য়ে পড়বে। তখন আর চলবে না হাতে হাতে Saucer-হীন diminutive cupএ এক পয়সার চা। P. C. Roy এর প্রবন্ধের সমর্থন করা চলে না চা-সেবীদের পক্ষে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে করতেই হয়। কারণ এক পয়সার ঐ তরল পদার্থটার নামান্তর হ'লেই উত্তম হোত। বাতাসার ছায়া দেখে মিষ্টিমুখে জল খাওয়ার মতোই ওই জিনিষটা খাওয়া। ওটা নামের মাহাত্ম্যে গরম জল সেবন। আরো চল্‌বে না তর্ক,—কুমার বড়ো না হাব্‌লা বড়ো, Tate বা Larwood এর মধ্যে কে বল্ করে ভালো; Deelip, Bradman এর খেলার কায়দা mysterious না scientific; মোহনবাগান খেল্‌তে নামলেই বিপক্ষদলকে luck favour করে কোনো না কোনো উপায়ে, নইলে—; বাঙালীর উন্নতি হবে না কোনো কালে, দেশী film গুলোর নেই beauty, direction অতি বাজে, দুর্গাদাসটা অপদার্থ. তিনকড়ির বুড়ো বয়সে ভীমরতি কেন? বাঙলা filmland-এ actressই নেই—নাচতে জানে না কেউ; বিলিতি বইয়ের তুলনা হয় না, কি দুর্দ্দান্ত acting করলে Charles Laughton, Greta Garbo; আহা কী direction Rouben Mammenlian-এর, Joan Crawford বেশ নাচে; Carol Lombard আর Hepburn, Garbo'র successful rivals, কিন্তু Garbo ও ছেড়ে কথা কইবে না আসছে বইটায়। চল্‌বে না আর এই সব কথা যেমন,—ভাই, তোমার সিগারেটটা book করলাম, মানে রয় না তোমার কথার, চার আনার সিটে আমি বায়স্কোপে যাই না, এই সেদিন New Empire থেকে এলাম; জুতো জোড়া Desco থেকে করিয়েছি—দাম নিলে অনেক, ভালো জুতো ছাড়া পরতে পারিনে; কী লিখেছে অচিন্ত্য, charming; প্রবোধ সান্যালের বই পড়েছিস! বাঙলার detective series এর বইগুলো মাচ্ছেতাই—একখানাও ভাল লাগল না; শরৎবাবু এখন extinct volcano, রবীন্দ্রনাথ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে; nudism সম্বন্ধে দেশে আলোচনা হওয়া উচিত; কালকের খেলাটা জ'মেছিল ভালো, শেষদানে ওদের ছেড়ে 'ডবল' দিলেই হোত। কী playই ক'রলে স্যাদন ক্যাতায়নীর পার্টে, জাননা বুঝি কুমার বাহাদুর জড়িয়ে ধরলেন আমাকে, বললেন—এত ভাল play কি ক'রে হয়? আচ্ছা, আপনিই বলুন এবার আমাদের নাট্যক্লাবের নাম হোয়েছে কি না এই সহরে?

পাল পার্ব্বণের দিনে সিল্কের জামা, দেশী কাপড় ও পেটেন্ট nice cut এর জুতা বিমণ্ডিত হ'য়ে উজ্জ্বল দীপালোকে আর বেঞ্চিপেতে বসবার সৌভাগ্য হবে না। গঙ্গায় যাবার বড়ো রাস্তাটার মাহাত্ম্য যে psychologically বেড়ে যায় এ খবর রুচিবাগীশগণ জানেন না ব'লেই এই অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

কী allusive এই ঘরখানা! কতখানি রহস্যের কেন্দ্র হ'য়ে বিরাজ করছে এই education এর পীঠস্থান! সবই চল্‌ছে ওর আশেপাশে নানা ছন্দে—পরিবর্ত্তনের ভয় রাখে ওরা; কিন্তু কেবল বইগুলো সাজানো আছে ধাপে ধাপে—ওদের চাঞ্চল্য নেই, ওদের ভেতরে হচ্ছে না কোনো মহামারি।

ব্রীগ্‌সের বাঁদরামী

শ্রীকার্ত্তিক বসু।

ব্রীগ্‌স্‌টা একটা আস্ত গাধা, মানুষ-রূপী পশু বল্‌লেই হয়; না হ'লে অমন একটা আসন্ন বিপদের সময়ও কেবল নিজের কথাই ভাবে! সামান্য স্বার্থপরতা, অধীর অবিবেচনা ও মর্ম্মান্তিক মন্তব্যে যে ওর কি·····, আচ্ছা সে কথা থাক্, তার চেয়ে বরং আগাগোড়া গল্পটাই বলি, কি বলুন?

হাঁ, গতরাত্রে আমি আত্মহত্যা করব বলেই সব ঠিক করি। ভাববেন না যেন ক্ষণিকের খেয়াল বশেই আত্মহত্যার সংকল্প আমি করে বসেছিলাম। না, সেরকম দুর্ব্বল-চিত্তের লোক আমি মোটেই নই।

নিজের ঘরে বসে সেই দিন অপরাহ্নে মারজারির ফেরৎ দেওয়া আমার সেই 'এন্‌গেজ্‌-মেণ্ট্‌ রিং'টা নাড়াচাড়া করতে করতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজেই আমি ব্যাপারটা অনেকবার ভেবে দেখেছি। এমন কি কয়েক ঘণ্টা ভাববার পরও আমার মনের গতি কোনরকমে ফেরান সম্ভবপর হয়নি,—অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছিল;—অর্থাৎ মারজারি ছাড়া এ প্রাণধারণ করাই বৃথা। সুতরাং আমি আত্মহত্যা করাই ঠিক করলাম।

কিন্তু সমস্যা হ'ল কি করে আত্মহত্যা করা যায়? আমার একটাও রিভল্‌ভার নাই। তাড়াতাড়িতে দড়িও পাওয়া গেল না, এমন কি পকেট হাতড়ে হাতড়ে একটা 'শিলিং' পর্য্যন্ত পেলাম না যাতে করে এক বোতল কেরোসিন তেল কিন্‌তে পারি। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে টেম্‌সের জলে ডুবে মরতে পারতাম, কিন্তু বলতে লজ্জা নেই কালকের রাতের ঐ ভীষণ দুর্য্যোগে বাইরে বেরুতে আমার সাহস হয় নি!

এমন সময় সময় সহসা ব্রীগ্‌সের কথা আমার মনে পড়ল। ব্রীগ্‌স্‌ বেশ বুদ্ধিমান ও এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ! সুতরাং অনাবশ্যক অনুরোধ বা অযথা তর্ক করে সে যে আমায় নিবৃত্ত করবে না সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

'রিং' করলাম। তখন রাত বারটা বেজে গেছে, কিন্তু একজন মানুষ যখন মরবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ তখন এসব সামান্য শিষ্টাচারের প্রতি মন দেবার মত অবস্থা যে তার আর থাকে না, তা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করবেন।

যাই হোক্ আমি আর বাক্যব্যয় না করে 'ফোনে' তাকে বল্‌লাম,—'শীগ্‌গীর এস ! —অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন,—একেবারে জীবন মরণের সমস্যা !

'খুব নিশ্চয় !' ব্রিগস্ ব্যগ্রস্বরে উত্তর দিলে,-কোন কিছু স্পর্শ কোরনা যেন, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

তার আসার জন্য অপেক্ষা ক'রে আমি ততক্ষণে মারজারির উদ্দেশ্যে এক শেষ বিদায়ের পত্র লিখতে সুরু করলাম। নিজের মনে মনে মৃদুহাস্য ক'রে আমি ভাবলাম,—এই পত্র মারজারি যখন পাবে তখন আমি,—যাকে সে একদিন ভাল বেসেছিল,—হাঁ সেই আমি জগতের কাছে মৃত। হয়ত তখন আমার জন্য সে একটু দুঃখ পাবে মনে, হয়ত একটু অনুতাপ জাগবে তার হৃদয়ে···

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হল ব্রীগ্‌সের আসতে যেন বড্ড বেশী দেরী হচ্ছে। আমি উঠে সদর দরজার কাছে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর ব্রীগ্‌স্ একটা স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে হাজির হ'ল।

তারপর আমায় দেখতে পেয়ে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বল্‌লে.—পথে একটা রেস্তরাতে দেরী হয়ে গেল ভাই, কিছু মনে কোরনা,—হাঁ ভালকথা দেহটা কোনখানে আছে।

বেচারীর উপর আমার সত্যই দয়া হোল !

খুব শান্ত স্বরে আমি বল্‌লাম,—কোন দেহই এখন পর্য্যন্ত নেই। তবে পরে থাকতে পারে। আমার উত্তরে বেচারী একেবারে ঘাবড়ে গেল।

তাইত ! ঘরের চারিদিকে বেশ করে চেয়ে একটু যেন নিরাশ হয়েই সে বললে,— এখানেত দেখছি কিছুই নেই। কিন্তু ফোনে তবে যে তুমি বললে,—জীবন মরণের সমস্যা একেবারে।

ঠিক তাই,—আমি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলাম.—আমার মৃত্যুর কথাই তোমাকে বলছিলাম। শুনে ব্রীগস্ যেন একটু আশ্চর্য্য হোল।

তুমি মরতে যাচ্ছ নাকি !

হাঁ।

কথাটা শুনে যতটা চমকে উঠবে বলে ভেবেছিলাম তার কিছুমাত্র চমকালনা সে। তাচ্ছিল্যভরে ব্রীগস্ নিজের মনেই বলে উঠল—হাঁ !

তারপর আমার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করল,—কি হয়েচে তোমার ! বুক ধড়ফড় করছে ?

ধরতে গেলে একরকম তাই-ই।

তবে মাথা ধরেছে ?

না।

তবে কি ! জর হয়েচে ?

'না, না।' একটু রাগত স্বরেই আমি বলে উঠলাম।

খানিক আশ্চর্য্য হয়ে ব্রীগস্ ভাল করে আমার দিকে একবার তাকাল তারপর বললে,— তোমায়তো দিব্যি সুস্থ বলে বোধ হচ্ছে। বোধহয় ভাল হজম হয়নি,—না ?

এই সময়ই তার ভ্রম সংশোধন করতে হবে দেখছি। তাই বল্‌লাম :—

দেখ ব্রীগস্ রোগ আমার দেহের নয়, মনের। এ আরোগ্য হয় না, হতে পারে না। আমি এসব শেষ করে দিতে চাই ব্রীগস্।—এইখানটায় নাটকীয় ভঙ্গীতে আমি একটু চুপ করলাম. তারপর বল্‌লাম—আমি আত্মহত্যা করব বলে স্থির করেছি ব্রীগস্ ! বলে আমি চুপ করে ওর মুখের পানে আড়চোখে তাকালাম।

একটুখানি নিস্তব্ধতা, খুবসম্ভব ব্রীগস্ আমার কথায় হতচকিত হয়ে গেছে। কিন্তু···ব্রীগস্ কি একটা যেন বলতে গেল।

তার কথা শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠলাম,—কিন্তু টিন্তু নয় ব্রীগস্ ; আমার সংকল্পকে তুমি টলাতে পারবে না, বৃথাই আমাকে বারণ করার চেষ্টা······

থাম, থাম আমি বারণ করতে যাচ্ছি না,—ব্রীগস্ চটেমটে বল্‌লে,—শুধু আমি জানতে চাই এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে ?'

'যথেষ্ট', মুরুব্বীয়ানা চালে আমি তাকে বলে চল্‌লাম,—যথেষ্ট ব্রীগস্। এই পৃথিবীতে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার ব্যর্থ পরিণতির মূলেই দেখ্‌তে পাবে রয়েছে অদৃশ্য বাধা ও সামান্য বিপদের বেড়াজাল। এমন কি রিচার্ড দি থার্ডও এক সময়ে তুচ্ছ একটা ঘোড়ার অভাবে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভেবেছিলেন। তোমার সাহায্য বিনা আমিও তেমনি অসহায় বোধ করছিলাম বলে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। আলো নিভে আসছে, কেরাসিন তেল কেনবার মত একটা শিলিংও আমার পকেটে নেই ভাই।

'আর সেই জন্যেই বুঝি এত রাতে তুমি আমায় বিছানা হ'তে টেনে এনেছ ?' রেগে গিয়ে ব্রীগস্ বললে,—'একটা শিলিং ধার নেবে বলে, নয় ?'

ম্লানভাবে হেসে মুখখানিকে মুহূর্ত্তোচিত যথাসম্ভব করুণ করে আমি বল্‌লাম,—'সবি ঘটনাচক্র ভাই, না হ'লে আমার কাছে আজ একপয়সাও নেই !'

বেশ, কিন্তু তুমি যদি সত্যই আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করেছ তা হ'লে ধারটা শোধ করবে কি করে ?

'এটা হাসি তামাসার সময় নয় ব্রীগস্‌ ! জিনিষটার গুরুত্ব বুঝতে শেখ।' বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই আমি বল্‌লাম।

'ক্ষমা কর ভাই',—কুণ্ঠিতস্বরে ব্রীগস্‌ বললে,—তা হ'লে সত্যিসত্যিই জিনিষটা গুরুতর. কি বল ?

'নিশ্চয়ই।'

'তোমায় কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ?'

কিছুই না।

ব্রীগস্‌ একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের উপর রক্ষিত সিগারের বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে,—'তা হ'লে তুমি চাওনা যে আমি তোমার আসন্ন মৃত্যুতে অহেতুক শোক বা কোন রকম কান্নাকাটি করি, কেমন ?

বরং এখনই একটি শিলিং ধার দিয়ে তোমার কাজের সহায়তা করি ? কেমন এই না ?'

এত শীঘ্র ব্রীগস্‌ কথাটা বুঝতে পারবে তা একেবারেই আশা করিনি। আমি উল্লসিত হয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

'ঠিক। আমি আত্মহত্যা করবই, সুতরাং তোমার কোনরকম বাধা দেওয়াই একেবারেই বোকামি। এখন তুমি আমায় বাধা দিতে পারবে না ! কিছু আগে হোক বা পরেই হোক আত্মহত্যা আমি করবই। তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় চিরজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

মুরুব্বীয়ানা চালে কথাটা শেষ করে আমি চুপ করলাম।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর ব্রীগস্‌ হাতবাড়িয়ে সিগারেটের বাক্সটা তুলে নিয়ে বললে,—'তাই যদি হয়, আমি এগুলি বোধ হয় নিতে পারি ?

কি বল্‌লে, সীগার গুলো নেবে ?

'কেন নেবনা বল ? এগুলি বেশ ভাল সীগার, উপরন্তু এগুলি তোমার কোন কাজেই লাগবে না।

সীগারের বাক্সটা পকেটস্থ করতে করতে সে বললে,—'মরবার আগে যদি ধুমপান করতে ইচ্ছা হয়, তো এখানে কিছু রইল। গোটা চারেক সীগার এইখানে রাখছি।' বলে সে চুপ করল।

ঠিকই বলেছে ব্রীগস্‌। সত্যই তো সীগারে আর আমার কিসের দরকার ? অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি সম্মতি দিলাম।

অনেক ধন্যবাদ, সে আমার দিকে ফিরে বললে,—হাঁ ভাল কথা তোমার সিগারেট কেস্‌টা যদি নিই তো আশাকরি তুমি কিছু মনে করবে না ?

কি, সিগারেট—কেস্‌টাও নেবে ?

হাঁ ভাই ! ওটা আমায় দিতে হবে !—তুমি তো জান ওটা আমি কত পছন্দ করি.....

কিন্তু জান, ওটার কত দাম ? আগাগোড়া সোনা আর প্লাটিনাম দিয়ে তৈরী,—বুঝ্‌লে ?

'হলই বা ! অপ্রতিভ না হয়েই ব্রীগস বললে,—'তোমার কাছে ওর আর মূল্য কি ?

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সেটাও তার হাতে দিয়ে স্নেহের স্বরে আমি বললাম্‌, আর কিছু আছে ? আর কিছু চাই ? বলে ফেল ?

'প্রচুর,—একগাল হেসে ব্রীগস্‌ বললে,—'আমার মনে হয় ভায়া তুমি বোধহয় কখনো চিন্তা করে দেখনি যে মৃতব্যক্তিরা মরবার পর যে সব জিনিষপত্র রেখে যান অপর লোকের পক্ষে তা কত দরকারী ! অবশ্য এটাও সত্যি কথা যে,—একটু থেমে সে আবার বললে,—'হাঁ এটাও সত্যি কথা যে সকলেই তো আর ভাবী মৃত্যুর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পায় না, আর তাঁরাও এসব বিষয়ে কথা কইতে বড় একটা ভালবাসেন না। কিন্তু তোমার মত একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ মৃতব্যক্তি হয়ত কিছু মনে নাও করতে পারেন। যাই হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার মৃত্যুর পর তোমার বিষয় সম্পত্তি যাতে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুই পায় সেই সুযোগই তাকে তোমার এখন থেকে দেওয়া উচিত তবু নিজের সেইসব অর্থগৃধ্নু আত্মীয় স্বজনকে কোন মতেই দেওয়া উচিত নয়, যাঁরা তোমার জীবিত কালে একবার এসেও খোঁজ নেন নি। কি বল ভায়া ?

শুনে সত্য বলতে কি আমি একটু অস্বস্তি বোধই করলাম। একজনকে বারবার মৃত বলে উল্লেখ করলে, আমার বিশ্বাস অতি বড় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরও দেহ একটু ছম্‌ ছম্‌ করে উঠে।

তাই একটু কর্কশ কণ্ঠে আমি বল্‌লাম,—'কিন্তু আমি যে এখনও বেঁচে আছি—তা কি চোখে দেখতে পাচ্ছনা ?

পাচ্ছি বৈকি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা,—ব্রীগস্‌ গম্ভীরকণ্ঠে বললে,—লৌকিক অর্থে তুমি এখনও বেঁচে আছ সত্যি, কিন্তু অন্যান্য সকল রকম পার্থিব প্রবৃত্তিতে তুমি মৃত। সত্যি কথা বলতে কি,—এই মুহূর্ত্তে তোমার যা কিছু মূল্য তা এই কাগজ সহি করে দিতে পারায়।

লোকটা বলে কি আমি মৃত! না, না সই দিয়ে প্রমাণ করতেই হবে আমি জীবিত। তাই ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম,—কোন কাগজে?

'ভয় নেই, এমন কিছু শক্ত কাজ নয়,—ব্রীগস বললে,—কিন্তু অত্যন্ত দরকারী। ঘাবড়ো না ভায়া, আমি তোমায় আমার নামে কোন উইল করতে বল্‌ছিনা, না সে ভয় তোমার একেবারেই নেই। কারণ আমি জানি তেমন নগদ টাকাকড়ি কিছু তোমার নেই, কিন্তু তা ছাড়াও এমন দু'একটা জিনিষ তোমার আছে ভায়া যা আমি পেতে ইচ্ছে করি। এই যেমন ধর গিয়ে তোমার বাড়ীটা!

অ্যাঁ, কি বললে বাড়ীটা!

হাঁ বাড়ীটা, মায় আসবাব পত্তর শুদ্ধ,—ব্রীগস চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—অবশ্য এর পরে জিনিষ পত্তরগুলি আমার নিজের মনোমত করে সাজিয়ে নিতে হ'বে স্বীকার করি। ওই সোফাটাকে ওদিকে না রেখে এ কোণে রাখলেই মানাবে বেশী; আর এক ম্যান্টেল পিসের উপর ওই ছবিখানা আমি দূর করে রাস্তায় ফেলে দোব, ওটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। ব্রীগস্ খানিকক্ষণের জন্য চুপ করল।

আমি নির্ব্বাক হয়ে রইলাম। আশ্চর্য্য! এমন লোক এ পৃথিবীতে আছে যে এই রকম একটা করুণ মুহূর্ত্তেও সামান্য আসবাবপত্রের কথা ভাবতে পারে!

হাঁ,—ব্রীগস বলে চলল,—আমার বিশ্বাস তোমার 'লীজ'টাও আমি পাব,—কি বল? আর আশা করি 'চুক্তি-পত্রে' 'সাবলেটও' করার অধিকার বোধ হয় দেওয়া আছে? বেশ, এবার আমি তোমার আসবাবপত্রের একটা বিল তৈরী করব যা পরে মনে হবে তুমি যেন আমায় তোমার সব আসবাবপত্তর বিক্রি করেছ, আর তাতে তুমি সই করবে।' কেন বুঝলে তা? পাছে ভবিষ্যতে তোমার কোন উত্তরাধিকারী বা পাওনাদার এসে না তাতে ভাগ বসাতে পারে,—বুঝলে? সে একটু থামল তারপর বললে,—ধর বিলটার দাম হিসাবে আমি তোমায় একশ পাউণ্ড দোব,—কেমন রাজী?

এই মন্দা বাজারে ব্রীগস্ দামটা বেশ একটু বেশীই দিচ্ছে বলতে হবে, তাই দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ আমি বললাম,—'বেশ কাগজ আন আনি সই দিচ্ছি।'

ব্যস্ত হয়ো না ভায়া। হাঁ ভাল কথা, টাকাটা অবশ্য সত্যিসত্যিই তোমায় দিচ্ছি না,—মৃদুহাস্য করে আমার দিকে ফিরে ব্রীগস্ বললে,—বরং এসময়ে টাকাটা দেওয়াই হবে সবচেয়ে বোকামির কাজ। কিন্তু, তুমি সই করে দিলে মনে হবে আমি টাকাটা তোমায় দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতে আদালতে গিয়েও কেউ কিছু করতে পারবে না—বুঝলে?

'ও:—

'তাই'লেই সই করে দেওয়াটা হচ্ছে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।' বলে কাগজের জন্য সে টেবিলের ডেস্ক হাতড়াতে লাগল,—'আরে,—এটা কি?' বলে সে একটা কাগজ তুলে ধরল।

কাগজটা মার্জ্জারিকে লেখা আমার সেই বিদায়-পত্রটা।

'ওটা রেখে দাও', বলে আমি চিৎকার করে উঠলাম,—দেখনা বল্‌ছি,—ওটা আমার বিশেষ গোপনীয়।

কিন্তু তুমি তো ভায়া এটা পাঠাতে পারবে না,'—বাধা দিয়ে ব্রীগস্ বললে—'এ চলবে না!' বলে সে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়তে লাগল,—'প্রিয়তমে 'মারজারি,—এই লিপিকা যখন তোমার হস্তে বিরাজ করিবে, তখন এ অভাগা অন্য জগতে যাত্রা করিয়াছে'........না, না এ একেবারেই চলবে না!' কেন ভুলটা কি হয়েছে শুনি,—বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ব্রীগস্ মৃদুভাবে শুধু হাসলে,—তার সেই গা জালা করা অভিজ্ঞ হাসি।

বড্ড এক ঘেয়ে হয়ে গেছে। মানে, বড্ড বেশী হাল্কা চালে লেখা হয়ে গেছে, যেন মনে হচ্ছে একটা বাজে নভেল থেকে টুকে লেখা। বরং আমি লিখে দিচ্ছি, সেটা পাঠিও। জান তো চিঠি পত্তর লিখতে আমার জুড়ী নেই!

না, লোকটার সাহস তো কম নয়! রাগে সর্ব্ব-শরীর রী রী করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ততক্ষণ ভেবে নিই। —তুমি ততক্ষণ........আচ্ছা, আসচে সপ্তাহে মারজারিকে নিয়ে বায়োস্কোপে যাবার কথা ছিল না? আসচে বেস্পতিবার বোধ হয়,—না?

আমি কোন রকমে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

'কিন্তু এখন তো তুমি তা আর পারবে না,—'হেসে সে বললে,—'কিন্তু আশ্চর্য্য কার বরাতে কার যে রুটী থাকে। তোমার আর বেশী কি বলব, তুমি তো সবি জান! হাঁ, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা এ বইটা দেখি,—তা টিকিটগুলা তোমার যখন কাজেই লাগছে না তখন আমার সেগুলো দিয়ে দিতে পার?

কি চাইলে?

টিকিটগুলো। একগাল হেসে ব্রীগস্ বলতে লাগলো,—'দুটা টিকিটই দিতে হবে ভাই! বলতে পারি না মারজারি আমার সঙ্গে যাবে কিনা,—বোধহয় যাবে না। হয়ত বলবে তোমার মৃত্যুর পরেই এত শীগগীর তার বায়স্কোপে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। কিন্তু আমি তাকে

ব্রীগ্‌সের বাঁদরামী

বুঝিয়ে বলবখন যে শেষ করবার কিছুই নেই, এ মৃত্যু তোমার স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু তাতেও যদি না আসে, তাহ'লে অন্য অন্য অনেক মেয়েই আসবে।—নিল্‌জ্জটা একটু থেমে আবার বললে,—কিন্তু আমার বিশ্বাস সে আসবেই, আমার সে খুবই পছন্দ করে।'

না,—যথেষ্ট হয়েচে। এর বেশী আর কোন ভদ্রলোকই সহ্য করতে পারেন না।

'মুখ সামলে ব্রীগস,—বোমার মত ফেটে গিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, —'আমি অনেক সহ্য করেছি। আমার জিনিষ পত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছ,—কিছু বলিনি। বাড়ী সম্বন্ধে তোমার জঘন্য প্রস্তাব শুনে গেছি। আসবাবপত্তর সম্বন্ধে তোমার কটু মন্তব্যও নির্ব্বিবাদেও সহ্য করে গেছি। কিন্তু আমার প্রণয়িনীর সম্বন্ধে কোনরূপ কথাই আমি,..... আমি.....রাগে এর বেশী আমি আর আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

শুনে ব্রীগস্ যেন সামান্য একটু আশ্চর্য্য হ'ল।

'বারে,' আমি তো ভাল কথাই বলছিলাম,—প্রতিবাদ করে সে বলে উঠল,—তুমি কি নিজেই এসব চাওনি?'

'হাঁ চেয়েছি, কিন্তু মনে রেখ সব জিনিষের-ই একটা সীমা আছে ব্রীগস্. মারজারি তাদের মধ্যে একজন।

স্বীকার করি,'—প্রাণখুলে হেসে সে বললে,—আর তাইত আমি মারজারির সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত কোন রকম অন্তরঙ্গতা করিনি। আমার উপর তুমি সেই পুরানো প্রচলিত প্রবাদের খোঁটা দিতে পারবে না ভায়া।'

'কোন পুরানো প্রবাদ?

'সেই যে,—'নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিজের প্রিয়তমার সহিত পরিচিত করিয়া দিলে বিপদ ঘটিবে। তুমি অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি তোমার জীবিত কালে মারজারিকে তোমার নিকট হ'তে প্রলোভিত করে নিজের দিকে টানিনি'। না, সে খোঁটা দিতে পারবে না।

কিন্তু এখন? এখনকার কথা অবশ্য আলাদা। এখন তুমি মরবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ সুতরাং মারজারিকে হস্তগত করলেও তোমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে না। আর আমি যদি তাকে নাও হস্তগত করি অন্য একজন তো করবেই। কি বল,—হেঁ, হেঁ-হেঁ।

আর নয়, অনেক শিক্ষা হয়েচে।

'আমি যদি মরবার জন্য ইচ্ছা করেই থাকি—গম্ভীর কণ্ঠে আমি বললাম,—ইচ্ছে করলে আমি বাঁচতেও পারি। এটা আমার নিজের প্রাণ! আমি নিজের উপকারের জন্যই মরতে

কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

যাচ্ছিলাম; কিন্তু তোমার উপকারের জন্যই মরতে হবে দেখে আমি মরবার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। বুঝলে? এই আমার শেষ কথা!' বলে আমি চুপ করলাম।

খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ব্রীগস্ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আমার আমার সীগার ও সীগারেট কেসটী ফেরৎ দিতে দিতে বললে,—'তাই যদি হয় তবে আমি বোধ হয় এখন শুতে যেতে পারি? সে চলে গেল।

ভালই হয়েচে, ভাগ্যিস আমি আত্মহত্যা করে বসিনি, কারণ পরদিন সকালেই মারজারির সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেচে।

কিন্তু যা সবচেয়ে আমার পীড়া দিচ্ছে তা হচ্ছে এই যে ব্রীগস্ এখনও সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে সেই নাকি আমার জীবনটা বাঁচিয়ে দিয়েচে।

* S. F. Simona The Brutality of Briggs হতে অনূদিত।

গান

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য

আজি তিমির ঘন বরষা রাতি
শ্যামল বঁধু।
এস গো আমার জাগার সাথী।
তন্দ্রা-হারা আঁখি তোমার লাগি—
অন্ধ-যামিনী ভরি রয়েছে জাগি—
পথ ভুলে যেয়ো নাকো—
কুটিরে আমার নিবেছে বাতি॥

কথা ও সুর—অনিল ভট্টাচার্য্য।   স্বরলিপি—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

|| পা ণা দা ০ পা ০ ০ ০ জ্ঞা ০ ঋা ০ পা ০ পা দা ||
| তি মি র ঘ | ন — — — | ব র ষা রা | তি — আ জি | ||

পা ণা ০ ০ পা ণা র্সা র্রা ণা সা পা ণা র্সা ০ ০ ০ র্ণা র্সা ণা দা
|| | শ্যা ম ল বঁ | ধু — — — | শ্যা ম ল বঁ | ধু — — — | এ স গো আ |

| পা ০ ০ ০ জ্ঞা সা জ্ঞা মা পা ০ পা দা ||
| মা — — র | জা গা র সা | থী — আ জি | ||

|| পা ণা পা ০ মা পা জ্ঞা পা পা ণা ০ ০ র্সা ০ ০ ০
|| | ত ন্ দ্রা হা | রা — আঁ খি | তো মা র লা | গি — — — |

| সা ০ রা ০ সা র্রা র্জ্ঞা ০ ০ র্রা মা র্জ্ঞা র্রা র্সা ০ ০ ০ ||
| অ ন্ ধ যা | মি নী ভ রি | র য়ে ছে জা | গি — — — | ||

|| সা রা সা ০ ণা ০ ০ ০ ধা সা ণা ধা
|| | প থ ভু লে | যে য়ো না কো | কু টি রে আ |

|| পা ০ ০ ০ সা রসা রা পমা জ্ঞা ০ মা পা ||
| মা — — র | নি বে ছে বা | তি — আ জি | ||

উন্মোচনীয়

সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যিক সমালোচক

সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকের অনেক ধারণা আছে ; যে কোনো ব্যাপক জিনিষের সম্বন্ধেই এটা স্বাভাবিক এবং এই মতবিভিন্নতাই তার ব্যাপকতার প্রমাণ। সাহিত্য সম্বন্ধে যাদের উৎসাহ আছে এবং সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা সাধারণতঃ এসব বিভিন্নতা tolerance এর চোখেই দেখে থাকেন।

কিন্তু এই মনোভাবের যখন খুব বেশী সুযোগ নেয়া হয় তখন কিছু বলা দরকার হয়ে পড়ে। একথা সত্যি যে সবরকম vocation এর মধ্যে তথাকথিত সাহিত্যিক হওয়াই সব চাইতে সহজ ; এমন নয় যে গায়ে কোনো পরীক্ষাপাশের ছাপ থাকতে হবে, বা অন্য কোনো রকম কৃতিত্বেরও কোনো প্রয়োজন নেই। জমকালো গোছের কোনো লোকের দু' একটা প্রশংসাপত্র ছাপতে পারলেই তিনি সাহিত্যিক। একথা এদেশে খুব বেশী সত্যি হলেও অন্যান্য দেশেও অল্প-বিস্তর সত্যি। কিন্তু আর একটি গুণ আমাদের আছে যার তুলনা আর কোথাও মেলা ভার।

বাইরের দিকে তাকালে কি দেখতে পাই ? সমালোচক এবং সাহিত্যিকের প্রভেদটা সেখানে খুব মোটা হয়ে চোখে পড়ে। সাহিত্যিক হলেই সমালোচক হওয়া যায় না। বীজ রোপন কোরলুম, এলো আলো আর উত্তাপ, ধরলো ফুল, তারপর এল ; ফল ফল আবার ছড়ালো বীজ। বাইরের থেকে আমরা গাছের রং আর স্বাস্থ্য দেখে খুসী হলুম। অনেকেই হয়তো জানিনা ভেতরের রহস্য, কি করে শিকড়ের শোষনে মাটির রস সঞ্চারিত হয় পল্লবে পল্লবে, অনুপ্রমাণ অসংখ্য কোষের গোপন কোণে কোণে কি করে ছড়ায় প্রাণ। কিন্তু এ বিজ্ঞানের অজ্ঞতা আমাদের খুসী হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেনা। বাধা দেয় তখন—যখন আমরা সেই গাছের চারাটির গঠন এবং চরিত্র সম্বন্ধে সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখতে যাই ; এবং বিশ্লেষণের পর তার প্রতিকার নির্দেশ করি। তার আগে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কারণ হেতু এবং পরিণাম সম্বন্ধে যদি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকে তবে রোগের ওষুধ বাৎলাতে যাওয়া বড় ভয়ঙ্কর।

জিনিষটা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে, যখন ব্যক্তিবিশেষকে ছেড়ে কোনো সমাজের ওপর তা প্রযোজিত হয়। যেমন হয়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কোন কাপুরুষ পশুবিশেষ যেমন সন্ধ্যার সময় একজনের পর সবাই সমস্বরে চীৎকার কোরতে থাকে, তেমনি একদল maniac এর আর্তনাদে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। 'সমালোচক' আখ্যায়

এদের অভিহিত করলে শব্দটীকে 'ভালগার' করে ফেলা হয়, কারণ সমালোচনার প্রধান এবং প্রথম চিহ্ন হচ্ছে স্বাধীন চিন্তাশক্তি, এবং বুদ্ধি-উজ্জ্বল অতলদর্শী দৃষ্টি যা তাদের নেই।

জিনিষটাতে, একটু ভেবে দেখলে, আশ্চর্য্য হবার খুব বেশী কিছু নেই। সমাজের যে ঘটিল রুদ্ধ আবহাওয়ায় আমাদের জন্ম, তার জট ছাড়িয়ে ওঠা সহজ নয় এবং সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। নিজেরাই হয়তো অনেক সময় কিছু কোরতে গিয়ে মাঝপথে থেমে অবাক হয়ে যাই, কেন করছি? হঠাৎ হয়তো বুঝতে পারি যে সে কাজের হেতুর জায়গাটা ফাঁকা, শুধু নিকটা বহু যুগের পুরানো সংস্কারের আবহাওয়া জমা হয়ে আছে সেখানে যাকে আমরা জানিত ভাবে ভয় করি। যাই হোক, বুদ্ধিবৃত্তির আলোতেও যখন হেতুটা চোখে পড়লো া তখন নিরস্ত হওয়াই উচিত, কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা ভয় পান অন্ধকারে অনুসন্ধান কোরতে, অথবা বুদ্ধির আলো যাঁদের যথেষ্ট তীব্র নয়, তাঁরা চোখ বুঁজে সেই গোপন অন্ধকারকে পূজো কোরতেই ভালবাসেন।

যে কোনো সামাজিক বিষয়েই এদের পক্ষে স্তব্ধ থাকা ভালো। সমাজের সব চাইতে বেশী উপকার তারা কোরতে পারে if they try to know that they do not know.

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল এঁরা বরাবরই এসে ভীড় কোরছেন। যখানে হোক, যে প্রকারে হোক, আধুনিক সাহিত্যের অকথ্য নিন্দা তাঁরা করে থাকেন। তার কারণ,—প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি, তাঁরা মনে করেন যেসেই সমালোচনা কোরতে পারে। তাঁরা ভুলে যান সমালোচনা আবেগপূর্ণ কতকগুলি কটূক্তির চাইতে ঢের কঠিন কাজ। বেশীর ভাগ 'সমালোচনা'তেই কিন্তু দেখতে পাই যুক্তিতর্কের দিকে নজর না-দিয়ে শুধু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোনো মতবাদকে প্রচার কোরবার চেষ্টা! এই চেষ্টার মূলে কখনো থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ কখনো বা অভিজ্ঞতা এবং কখনো কখনো অজ্ঞতা।

কিন্তু এ-শ্রেণীর ছাড়াও অনেকে আছেন যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের নানা দোষ ত্রুটীর অভিযোগ করেন। তাঁদের ধারণা সমাজের কর্ণধার শুধু তাঁরাই, এবং কাজে কাজেই সাহিত্য-সম্বন্ধেও তাঁরা যা বোলবেন সবাইকে তা নির্দ্বিবাদে মেনে চলতে হবে। বই লেখার উদ্দেশ্য কি শুধু পাঠককে খুশী করা? এদের ভাব দেখলে মনে হয় যেন তা-ই। আমাদের জীবনে যখন অনেক কিছু ঘটে যাতে আমরা খুশী হই না। সাহিত্যে জীবনের পরিপূর্ণ অবিকৃত ছায়া পড়ে। জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের লোভ দেখিয়ে হীনতার দিকে বয়ে যেতে চায়। তাকে আমরা কেউ ভালো বলি না। সাহিত্যে যখন তারই প্রতিবিম্ব

পড়বে তখনও তাকে ভালো বোলবো না, কিন্তু তা'বলে সাহিত্যকে ভালো বোলতে বাধা নেই। তাহলে যার চেহারা সুন্দর নয় তার তো আয়না মাত্রকেই খারাপ বোলতে হয়।

এ কথার পর এ প্রশ্ন হয়তো উঠবে যে জীবনের কুৎসিত দিকটা সাহিত্যে প্রতিফলিত করার কি সার্থকতা। এ প্রশ্ন বহুবার বহুস্থানে করা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এ-প্রশ্ন করেন তারা কি জানেন না, রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত কেন আসে? কোন জিনিষের দোষগুণ বিচার কোরতে হলে তার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তুলনা। যে জিনিষ সুন্দর, যাকে আমরা চাই, তাকে অসুন্দরের পরিপ্রেক্ষিতে না-দেখলে তার গুণ চোখে পড়বে না। অসুন্দরকে আমরা যত বেশী করে অসুন্দর বলে বুঝবো, সুন্দর ততবেশী সুন্দর হয়ে ধরা পড়বে।

পবিত্র এবং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা কোরবার অপর উপায় আছে। 'রিলিজন' তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'রিলিজন' এখন সমস্ত জাতির মনে প্রভাব বিস্তার কোরতে পারছেনা, তার কারণ তার প্রকাশ মনোরম নয়, তাতে সাহিত্যের appeal নেই। 'রিলিজন' অসুন্দরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে, তাই আমরা স্বভাবত তাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি না, পরকালের সম্পত্তি ভেবে দূর থেকে সভয় প্রণাম করি; কিন্তু সাহিত্যকে ভয় না-করে ভালোবাসি, তার কারণ তা আমাদের পার্থিব জীবনের সঙ্গে জড়িত। Religion may be truth But truth misguided। কিন্তু সাহিত্য প্রকাশ করে ভিন্ন ধারায় অসুন্দর পাশে সুন্দরকে, যাতে সত্যটা আরো উজ্জ্বল সত্য হয়ে ধরা দেয়। রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যের এই উদ্দেশ্য এবং 'রিলিজনে'র চাইতে এর মাহাত্ম্য কম নয়।

নতুন বই

(এক) **কাঁকর**—সুভোঠাকুর।

প্রকাশক—ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস্।

দাম ছ' আনা

এই ছোট্ট কবিতার বইখানির প্রত্যেকটি কবিতাই একটি সুভোঠাকুরোচিত অমিত সাহসিকতায় দীপ্যমান। আধুনিক কাব্য সাহিত্যের পাইশালায় সুভোবাবু যে পানীয় পরিবেশন করছেন, তার স্বাদ তিক্ত হ'লেও নেশাটা হয় দীর্ঘস্থায়ী। বর্ত্তমান দিনের প্রবহমান জীবন যাত্রাকে তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বলে আমার মনে হ'ল। বইটি আমার ভালো লেগেছে।

বি. বি।

(দুই) **সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ**

প্রকাশক—মিত্র এণ্ড ঘোষ; দাম এক টাকা চার আনা।

সময়োপযোগী একখানি বই। এ ধরণের বই এদেশে কম, যদিও সার্থকতা খুব বেশী। কিন্তু বইখানি দেখে যতখানি আশা করেছিলুম, ততখানি পাওয়া গেল না। দু' একটি প্রবন্ধ ছাড়া বাকীগুলি আশাপ্রদ নয়।

প্রথমতঃ বইটির নামের পরিপূর্ণ মূল্য রাখা হয়নি। যাঁদের রচনা এতে স্থান পেয়েছে,—তাঁদের কারো কারো চাইতে শক্তিমান কবি দেশে আছেন। তাঁদের প্রবন্ধ থাকলে বইটির নামের সঙ্গতি আরো ভালো রক্ষা করা হোত। সব চাইতে চোখে ঠেকলো প্যারীমোহন সেন গুপ্তের প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি এ বইয়ে না দিয়ে বাজারে প্রচলিত ইউনির্ভাসিটির টেক্সট্ বইয়ের made-easyতে ছেপে দেওয়া যেতে পারতো। কলেজের পরীক্ষার পাতায় যে ব্যাখ্যা লেখা হয়, সমালোচনার নামে তা চলতে পারেনা। কিন্তু এ প্রবন্ধটি হয়েছে ঠিক সেই রকম; আগাগোড়া লেখক যেন পাঠককে উর্ব্বশী কবিতার মানে বোঝাতে চেয়েছেন প্রফেসারের বক্তৃতার ধরণে।

কিন্তু কোনো কোনো প্রবন্ধ ভালো হয়েছে, বুদ্ধদেবেরটি তার অন্যতম। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে হেমেন রায়ের প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এস. বি।

(তিন) **শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী**—জগদীশ গুপ্ত

প্রকাশক—কমলা পাবলিশিং হাউস।

দাম এক টাকা।

বইখানির খুব সুখ্যাতি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করতাম না যদি 'রসাভাষ' বা 'অপহৃত আকাশকুসুম' কিম্বা "সমাপ্তির পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের" মত বইয়ের সব গল্পগুলিই হ'ত। তা হয়নি, আর হয়নি বলেই জগদীশ বাবুকে অভিনন্দিত করতে পারছিনা। তাঁর গল্প রচনায় যে স্বাচ্ছন্দ্য আর সাবলীলতা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করেছি, বইখানিতে তার একান্ত অভাব আদিরসপ্রধান গল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে, রস ছেড়ে তিনি আদিরই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। যেমন—একজায়গায় এক প্রৌঢ় দম্পতির প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তিনি লিখছেন—"এবং উহাদের বিলাসানন্দ, প্রথম ফুলটি দেখিয়া ফুলবাগানের মালীর মুখের মত যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। গাছের আরো জল চাই।"

একটা কথা গোপনে জগদীশ বাবুকে জানিয়ে রাখি, যৌনতত্ত্বাভিধানে 'জল' শব্দটি অতি কলঙ্কিত শব্দ—কু-লোকে বলে। জল সিঞ্চন অতি মহৎ কাজ সন্দেহ নেই—কিন্তু ক্ষেত্র নির্ব্বাচন আগে।—

বি, বি,

———

Printed by Dhirendranath Modak at the New Calcutta Press. 93/3/1, Baitakkhana Road and published by the same from 5, Nabin Sarkar Lane, Calcutta.

- পরিচয় -

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী	...	১
২।	আশীর্ব্বাদ	শ্রীপ্রথম চৌধুরী	২
৩।	চিঠি	শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩
৪।	মৌনতত (কবিতা)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত	৫
৫।	দিনের শেষে (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস	৬
৬।	উত্তরায়ণ (কবিতা)	শ্রীসুবল মুখোপাধ্যায়	৭
৭।	ডায়েরীর একপাতা (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮
৮।	ঘোড়াচোর (গল্প)	শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	৯
৯।	গৌতমী (গল্প)	শ্রীদুর্গা দেবী	১৭
১০।	ধূলির ধরণীর মহাসত্য (গল্প)	শ্রীমণীন্দ্র দত্ত	২২
১১।	হরিজন (প্রবন্ধ)	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য	৩১
১২।	অব্যাহত (গল্প)	শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫
১৩।	গান	শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য	৩৭
১৪।	উন্মোচনীয়	সম্পাদক	৩৮

- মায়া -

ফেস্ পাউডার ও মায়া স্নো

বাঙ্গালার মেয়েদের চিরপ্রিয়

প্রসাধন

উপাদানে গুণে ও গন্ধে সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

মায়া প্রডাক্টস্—কলিকাতা